তারাশঙ্করের কবিঃপ্রেমের স্বরূপ ও বাস্তবতা

‘সখি ভালোবাসা কারে কয়

সে কি কেবলি যাতনা ময়’

তারাশঙ্করের ‘কবি’ উপন্যাসের প্লট সংক্ষিপ্ত, সরল ও জটিলতামুক্ত। হিন্দু সমাজের পতিত ও ঘৃণ্য এক ডোম বংশের ছেলে নিতাইচরণের কবিয়াল জীবনের কাহিনী। অট্টহাস গ্রামের সন্তান নিতাই তাদের বংশ-পরম্পরাগত দস্যুবৃত্তি ও বর্বরোচিত কুৎসিত জীবনচর্যাকে গ্রহণ করেনি। গ্রামের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে কয়েক বছর সামান্য পড়াশোনা করে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির আদর্শে কতকটা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের ভদ্র সন্তানদের মতো সৎ জীবন যাপনে তার আগ্রহ ছিল। আবার তার মধ্যে একটি সহজাত কবিমনও ছিল। সে একটি মেয়েকে ভালোবাসত।

> ‘পাখী যেমন প্রভাতের আলোকে ভালবাসে, মরু-পর্য্যটক যেমন ঝরনা-শীতল
> শ্যামল পাদপচ্ছায়াকে ভালবাসে,-হয়তো বা নির্জ্জনবাসী নিঃসঙ্গ পুরুষ যেমন
> দৈবাগত অতিথিকে ভালবাসে, এ ভালবাসা তেমনই; ’[১]

মেয়েটি রাজার শ্যালিকা। রাজা তাকে ঠাকুরঝি বলে ডাকে। রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিতাই। স্বভাবত কারণে নিতাইও মেয়েটিকে ঠাকুরঝি বলে । ঠাকুরঝির চোখ জুড়ানো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চোখ দুটির লম্বা টান তার চোখে স্বপ্ন আনে-বড় ভালো লাগে ঠাকুরঝির কালো-কোমল শ্রী। নিতাই-এর কবিগানও ঠাকুরঝির খুব প্রিয়। প্রতিদিন নিতাই তাকে চা খাওয়ায়, দুটো কথা কয়-কতো দুর্লভ রমণীয় সেই মুহূর্তটি। দু’জনেই পরস্পর আসক্ত হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান রচনা করতে পারে যে কবিয়াল-তার প্রতি ঠাকুরঝির ছিল সম্ভ্রম বোধ-কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বোধ রূপান্তরিত হয় ভালোবাসায়।

ঠাকুরঝিকে রাজন কালো বলে ঠাট্টা করলেও নিতাই-এর কষ্ট হয়-সে গানের সুরে বলে, ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।’ ঠাকুরঝির রুক্ষ চুলে কৃষ্ণচূড়াও নিতাই এর কণ্ঠে গান জাগায়- ‘কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?’ ঠাকুরঝির চিন্তায় নিতাই অন্যমনস্ক হয়, পথ চলতে হোঁচট খায়, রক্ত ঝরে।

অন্য জায়গা থেকে কবিয়াল হিসেবে গান গাইবার জন্যে নিতাই-এর ডাক আসে। সেখানে গান গেয়ে পাঁচদিন পর ঠাকুরঝির জন্যে একছড়া কেমিকেলের হার ও একটি স্টীলের চা খাওয়ার মগ কিনে এনে কবিয়াল বেশে নিতাই ফেরে। ঠাকুরঝিকে চোখ বুজতে বলে তার গলায় এই কেমিকেলের সুতাহার পরিয়ে দিয়েছে। সে দৃশ্যের লজ্জা, সংকোচ, মুগ্ধতা ও ভাববিনিময়ের আঞ্চলিক ভাষারূপ এবং দু’জনের দিক থেকেই রাজার সামনে এই ভাব বিনিময় গোপন করার চেষ্টার দৃশ্যটি ভোলবার নয়। গলায়

হারটি পরে ঘরের পথে আত্মমুগ্ধ ঠাকুরঝি ছোট নদীর স্থির জলে নিজেকে দেখেছে। নিতাই তার 'মনের মানুষ' কে চিনতে পেরেছে।

মাস খানেক কেটে যায়। নিতাই-এর হাতের সম্বল শেষ হয়ে আসে। সে আর ঠাকুরঝির দুধ কিনতে পারবে না; কিন্তু সে বিনা পয়সায় তাকে দুধ দেবে, তাতেই তার সুখ। নিতাই স্পষ্ট বোঝে ঠাকুরঝি তাকে ভালোবাসে- সেও তার প্রতি আসক্ত। মনে তার পাপবোধ জেগে ওঠে। সে তার সুখের সংসার ভাঙবে না; অথচ প্রেম জাগানো প্রাকৃতিক পরিবেশে নিতাই- এর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে- মনে হয় যত পাপই হোক সে তার সঙ্গ চায়। সে না এলে সে বাঁচবে কি করে? মানসিক দ্বন্দ্ব শেষে গান গেয়ে ওঠে প্রাণ-

চাঁদ তুমি আকাশে থাক-

আমি তোমায় দেখব খালি

ছুঁতে তোমায় চাই না কো হে-

সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।

প্রেম কখনো সোজা পথে হাঁটে না, তার চলন সর্বদা বক্র বা কুটিল। শশী যেমন ভালোবাসে কুসুমকে, কুবের যেমন ভালোবাসে কপিলাকে, নিতাইও তেমন ভালোবাসে ঠাকুরঝিকে। রাজা যখন বলেছিল 'আওর একঠো সাদী করো ওস্তাদ', নিতাই তার উত্তরে বলেছিল 'আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিদ্যের মর্ম বোঝে? কেবলই খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করবে দিনরাত।' [২] অর্থাৎ নিতাই এমন এক মেয়েকে মনে মনে কামনা করেছিল যে তার গানের কদর করবে এবং স্বভাবে হবে নম্র । এই দুই গুণই ঠাকুরঝির মধ্যে ছিল।

> '... বেতসলতাসুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই
>
> শুধু লতার মতো নয়, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।...
>
> নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত
>
> যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য
>
> করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই।' [৩]

ঠাকুরঝির এই মিষ্ট স্বভাব রাজারও ভালো লাগে।

> 'রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,- বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল।
>
> ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত। ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী

দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।' ৪

গানের ভাল মন্দ বোধ ঠাকুরঝির যেমন আছে তেমনি আছে কবিয়ালের প্রতি তার শ্রদ্ধা।

> 'লজ্জিতা ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাই এর দিকে চাহিল।
>
> বলিল-নতুন গান? বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল-কাল তুমি বাপু ভাল গান
>
> করেছ।' ৫

আর একথাও ঠিক উপন্যাসে ঠাকুরঝির মিষ্ট স্বভাবকে আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ঔপন্যাসিক ঠাকুরঝির বিপরীতে রেখেছেন রাজার স্ত্রীকে।

> 'রাজার স্ত্রী রানী নয়, সে রাক্ষুসী। বাপ রে। মেয়েটার জিবে কী বিষ।
>
> সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারি রাজা কঞ্চির আঘাতে মেয়েটার
>
> পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়-তবু তাহার জিভ বিষ ছড়াইতে ছাড়ে
>
> না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে।' ৬

ষোল সতের বছরের ঠাকুরঝি যেন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগময়ী রাধা-

'বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী

তাহে কুলবধূ বালা।

কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে

না বুঝি তাহার ছলা।।' ৭

নিতাই এর গান শুনে ঠাকুরঝির যা অবস্থা ' ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পরিয়াছে-দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।' ৮ ঠাকুরঝির এই অবস্থা কী চণ্ডীদাসের রাধাকে মনে পরিয়ে দেয় না ?

' সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল

সম্বরণ নাহি করে

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি

ভূষণ খসাঞা পড়ে।' ৯

নিতাই এর সুমিষ্ট সুরে গানের মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে-

'আহা- ভালবেসে- এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে-
তুমি হাস- আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।' [১০]

নিতাই যে সব গান বাঁধে তা আকাশ থেকে পড়ে না এবং তা কল্পনা প্রসূতও নয়। তার আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় তার গানে।

'আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
আমার ভালোবসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা' [১১]

এই গানও চণ্ডীদাসের রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাধা এমন করেই কলঙ্কের মালা গলায় পড়ে নিজেকে নিবেদন করেছিল কৃষ্ণের পায়ে।

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ। [১২]

নিতাই এর গান শুনে ঠাকুরঝির বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিলচৈতন্যের মত নিতাই এর দিকে চেয়ে ছিল। রাজা তার অসম্বৃতবাস বিস্মিতভঙ্গি দেখে বিরক্ত হয়ে রুঢ় স্বরে মাথায় কাপড় দিতে বলে। রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়ে বলে 'মরণ, সাড় নাই মেয়ের'। এ যে পূর্বরাগময়ী রাধা-

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।। [১৩]

উপন্যাসে তিনবার নিতাইকে দেখে ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে। অর্থাৎ নিজের অজান্তেই লজ্জা সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছে যেমন করে রাধা বিসর্জন দিয়েছিল 'কুল শীল জাতি মান।'

রাধার মতো ঠাকুরঝিও পরস্ত্রী। বাড়িতে আছে স্বামী, ননদ, শাশুড়ি, শ্বশুর। ঠাকুরঝির সঙ্গে তার শাশুড়ির সম্পর্ক যে খুব মধুর নয় তার ইঙ্গিতও আছে উপন্যাসে। 'ঠাকুরঝির শাশুড়িটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়।' [১৪] রাধারও 'ঘরে গুরুজন/ ননদী দারুণ' [১৫] । 'গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা' [১৬] রাধার মতই ঠাকুরঝিও ব্যবসা করে দুধের। তবে কি রাধার আদলে ঠাকুরঝি চরিত্রটিকে তৈরি করতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর? যদিও কৃষ্ণের সঙ্গে নিতাই এর খুব বেশি মিল নেই। কেবলমাত্র নিতাই-এর গানের সুরের সঙ্গে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের একটা মিল খোঁজা যেতে পারে। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে আর ফেরেনি রাধার কাছে কিন্তু নিতাই বসন্তকে হারিয়ে ফিরেছিল ঠাকুরঝির কাছে যদিও ঠাকুরঝি তখন মৃত। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে নাটকীয় ভাবে হাজির হয়েছে বসন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কবিয়াল গান ধরেছে-

প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,

চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে

আর কি উপায় বৃন্দে-এইবার দে এনে দে-

বশীকরণ লতা–বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।

ঔপন্যাসিক কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন নিতাই এর জীবনে অন্য এক নারী আসতে চলেছে। মেয়েটির নাম বসন্ত। মেয়েটি ঝুমুর দলের মেয়ে। দলের সবচেয়ে সুন্দরী বসন্তের আকর্ষণ ছিল মারাত্মক, নিতাই তার কাছে ধরা না দিয়ে পারল না। অসুস্থ বসন্ত একটি রাত্রি নিতাই-এর ঘরে কাটাতে চেয়েছিল- বসন্তের মাথা টিপতে টিপতে যখন তাদের আলাপ চলছে, তখন ঠাকুরঝি জানলার পাশ থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলে- প্রবল ঈর্ষা আর অভিমানে নিতাই-এর দেওয়া হারখানি ফেলে দিয়ে সে অদৃশ্য ভাবে বিদায় নেয়। নিতায়-এরও 'মনের মানুষ' আছে জেনে বসন্তও রাত্রিতে ঘর থেকে চলে যায়। মানুষের মন নিয়ে ভগবানের এই বিচিত্র খেলার চিন্তায় নিতাই গেয়ে ওঠে- 'বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন।' দেহব্যবসায়িনী বসন্ত কাসেদ শেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে রাত্রিতেই বেরিয়ে গেছে- পরদিন মদে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে এক বটগাছের তলে ধূলিধূসরিত অবস্থায় দেখা যায়। এক সন্ধ্যার গান শেষে ঝুমুরের দল বিদায় নিল- নিতাইকে তারা দল ভুক্ত হতে কতো অনুরোধ করল- কিন্তু নিতাই সম্মত হল না।

> 'সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই;কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনির উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শেষ করিলে বুঝিতে পারে, ... নিতাই এর গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল।' [১৭]

অর্থাৎ নিতাই মনে মনে যে ধরনের মেয়ে কামনা করে তার একটি শর্ত খুব সহজেই বসন্ত পূর্ণ করতে পেরেছে। অপর শর্তটি বসন্তর ক্ষেত্রে খুব একটা খাটে না। ঠাকুরঝির মতো নম্র স্বভাবের সে নয়। একজন দেহব্যবসায়িনীর কাছে নম্রতা আশা করাও ভুল। বায়ুর মতো মনও শূন্য স্থান পছন্দ করে না। ঠাকুরঝিকে হারিয়ে নিতাই এর মনের যে শূন্যতা তা অনায়াসে দখল করেছে বসন্ত। নিতাই এর যেমন যাকে তাকে চোখে ধরে না '-আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে তাতে ধরবে না রাজন।' [১৮]

বসন্তেরও যেন তাই

> ' সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে।
>
> ... কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না।' [১৯]

নিতাইকে কী করে সহ্য করল বসন্ত ? কী আছে নিতাই এর মধ্যে যা অন্য পুরুষের মধ্যে নেই? ছোট্ট একটা ইঙ্গিত আছে উপন্যাসে। বসন্ত বলল '–যাই শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হলে কে করবে বাবা'[২০] ঝুমুর দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দল তাকে ফেলে চলে যায়। এমন ক্ষেত্রে

> 'রুগ্ন মেয়েগুলির দুর্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের
>
> সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। রোগগ্রস্তা একা
>
> পড়িয়া থাকে।' [২১]

বসন্ত এমন এক মানুষের সন্ধানে ছিল যে তাকে বিপদের দিনে ফেলে চলে যাবে না। বসন্ত এতদিন কাউকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এই প্রথম কাউকে বিশ্বাস করতে পারল।

বসন্তকে নিতাই এর ভালো লাগল। রাত্রে বসল গানের আসর। অশ্লীলতাবর্জিত গানে নিতাই আসর জমাতে পারল না। পরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মদ খেয়ে তার নেশায় উন্মত্ত হয়ে অশ্লীল গানে নিতাই আসর মাত করে দিল। মদ খেয়ে বীরবংশী নিতাই-এর বর্বর বংশের সেই মৃতপ্রায় বীজানুগুলি জেগে উঠেছিল-গানশেষে ঘরে ফিরে বসনের হাত চেপে ধরে, বাহুবন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলে। নিম্নশ্রেণীর বসনেরও নিতাই এর উন্মত্ততা সহ্য করার শক্তি আছে। তীব্র আবেগে বসন গায়-' বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী হাম, গরব টুটাব কে?' পরদিন নিদারুণ ঘৃণায় নিতাই-এর মন ভরে ওঠে- সে এখান থেকে পালাবে। কিন্তু বসন্তের আকর্ষণ তো কম নয়- তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। দর্পিতা বসনের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। তাই আসক্তি আর মুক্তির টানে কতকটা নিরাসক্তভাবেই সে দলে থাকে। নিতাই আর অশ্লীল খেউড় গায় না- বসনও কুৎসিত ভঙ্গিতে আর নাচে না। তবু দুই একদিন দলের স্বার্থে নিতাইকে মদ খেতে হয়- সেদিন সে ভিন্ন মানুষ। বাহুর দোলায় বসন্তকে নাচায়- শিশুর মতো উপরে

ছুঁড়ে ধরে, মাথার ওপর তাকে রেখে নাচে- আবার নিজে শুয়ে বুকের ওপর বসনকে নাচতে বলে। বসন্ত রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয় বসন। নিতাই সেবা যত্নে তাকে সারিয়ে তোলে কিন্তু বসনের দেহ কঙ্কালসার হয়ে ওঠে। বসন্ত এখন প্রেমময়ী নারী-মরতে সে চায় না। ভগবানের প্রতিও তার কতো অভিমান। কিন্তু নিয়তি তাকে টানে-ক্ষয়রোগে সে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হয়। নিতাই আবার একা হয়ে যায়।

অরুণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘কালের প্রতিমা’ গ্রন্থে ‘কবি’ উপন্যাস সম্পর্কে দু’পাতা জুড়ে আলোচনা করেছেন যেখানে ঠাকুরঝির কথা একটিবারও নেই। শুরু করেছেন এইভাবে ‘কবি উপন্যাসের নায়িকা বসন্ত – বসন।’ [২২] উপন্যাসে মোট একুশটি পরিচ্ছেদ। নবম পরিচ্ছেদে দেখা পায় বসন্তের। শেষের পরিচ্ছেদে আবার এসেছে ঠাকুরঝির প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝেই নায়কের মনে পড়েছে ঠাকুরঝিকে। উপন্যাসে ঠাকুরঝির গুরুত্ব কিছু কম নয়। এককথায় ‘নায়িকা বসন্ত’ বললে ঠাকুরঝির প্রেমকে উপেক্ষা করা হয়। ধরে নিলাম অরুণ মুখোপাধ্যায় ‘‘ ‘কবি’ উপন্যাসে অধ্যাত্মচিন্তা ও অলৌকিকত্বের উপাদান’’ বিষয়টি আলোচনা করেছেন বলে ঠাকুরঝির প্রসঙ্গ আনেননি। এখন প্রশ্ন ঠাকুরঝির প্রেম কি অধ্যাত্মচিন্তা বর্জিত?লৌকিক? ঠাকুরঝির প্রেম যদি রাধার প্রেমের সমতুল্য হয় তবে তা অধ্যাত্মচিন্তা বর্জিতও নয়, আর সম্পূর্ণ লৌকিকও নয়।

শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্তের জীবনে অনেক নারী এসেছে। কেউ দিদি কেউ প্রেমিকা। কিন্তু কেউ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অনেকটা সেই আদলে গড়া কবির জীবন। তার জীবন বন্ধন মুক্ত। কোন বন্ধনই তাকে বেঁধে রাখতে পারবেনা। ‘কবি’(১৯৪৪) উপন্যাসের অনেক আগে প্রকাশিত হয়ে গেছে ‘দেবদাস’ (১৯১৭)। ‘চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যিই একটু মায়া পড়েচে।’ শুধু মায়া নয় ‘দেবদাসকে সে ভালোবাসিয়াছে।’ দুই নায়ক ‘মনের মানুষ’কে হারিয়ে বেশ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বেশ্যাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি এরা আর সব পুরুষের চেয়ে আলাদা।

> আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। [২৩]

চন্দ্রমুখীর সঙ্গে থাকলেও প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে তার পারুর কথা।

> এমনি করিয়া একবার পার্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয় রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দু’জনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া

উঠিত- [২৪]

নিতাই বসনকে পেয়েও ভুলতে পারেনি ঠাকুরঝিকে। নিতাই বসনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, দেবদাসও ‘বৌ’ ডেকেছে চন্দ্রমুখীকে। চন্দ্রমুখীর সেবাও বসনের সেবার কথা মনে করিয়ে দেয়। বসন চঞ্চল চন্দ্রমুখী শান্ত, সংযত। অন্যদিকে ঠাকুরঝি নম্র, পারু অভিমানী উদ্ধত। নিতাই, যে কখনো মদ খাইনি, মদ খেল বসনের কথায়। আর দেবদাস মদ খেতে এল চন্দ্রমুখীর কাছে। ‘কবি’র মধ্যে ‘দেবদাসে’র ছায়া স্পষ্ট। আর তাই যদি হয় তবে ঠাকুরঝিকে নায়িকার স্থান দিতেও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

> এ কাহিনীর মূল-সুর গীতি-সুর হইলেও, সেই গীতি-সুরেই বাস্তবের কাহিনীরূপ ধরা দিয়াছে। সেই বাস্তবতা (Realism)কোন তত্ত্ববাদ বা মতবাদের মত, রস-বাদের বিরোধী নয়। সে বাস্তব মানুষের মনুষ্যত্বের বাস্তব, তাহার মূলে আছে খাঁটি humanity বা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-অর্থাৎ ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই ঋষিবাক্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। [২৫]

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে মোহান্তের সঙ্গে আলাপে নিতাই-এর মন অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে উঠে। ছোটজাতের বংশে জন্মালেও সে হীন নয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার কর্মে। বেশ্যা– সংসর্গে মানুষ হীন হয় না, চিন্তামণি বেশ্যা সাধক বিল্বমঙ্গলের গুরু- মোহান্তের এই কথায় নিতাই এর চিত্তে এসেছিল পরিবর্তন। ভালোবাসতে পেরেছিল বসন্তকে।

আসলে নিতাই-এর জীবনে ঠাকুরঝি এবং বসন্তের গুরুত্ব সমান। দু’জনেই তাকে ভালোবেসেছে, সেও ভালোবেসেছে দু’জনকেই। ঠাকুরঝি এবং বসন পরস্পর কোন বিপরীত সত্তা নয়। নিতাই এর জীবনে প্রেমের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে ঠাকুরঝি ও বসনকে ঘিরে। কবিয়ালের গানেই তা স্পষ্ট-

> ‘চন্দ্রাবলী কে? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। ... চন্দ্রাবলীর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখ। ... দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যে চন্দ্রাবলী।... তারপর সে আরম্ভ করিল চন্দ্রাব লীর রূপ বর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল।’ [২৬]

দেবদাসকেও একবার বলতে হয়েছে –

> ‘এমনি করিয়া একবার পার্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয় রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দু’জনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া

উঠিত-যেন উভয়ের কত ভাব।‘[২৭]

তথ্যসূত্রঃ-

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদারের লেখা ভূমিকা

২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ, পৃ ৩৩

৩ ঐ, পৃ ১৯

৪ ঐ, পৃ ২৭

৫ ঐ, পৃ ৩৮

৬ ঐ, পৃ ৪১

৭ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৪, পৃ ৩০

৮ কবি, পূর্বোক্ত, পৃ ১১

৯ বৈষ্ণব পদাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

১০ কবি, পৃ ৫১

১১ ঐ, পৃ ৫১

১২ বৈষ্ণব পদাবলী,পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩

১৩ ঐ, পৃ ২৯

১৪ কবি, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭

১৫ বৈষ্ণব পদাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ ৬০

১৬ ঐ, পৃ ৮৩

১৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ, পৃ ৬৭

১৮ ঐ, পৃ ৩৩

১৯ ঐ, পৃ ৬৯-৭০

২০ ঐ, পৃ ৭০

২১ ঐ, পৃ ১৩৮

২২ অরুণ মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ ২০১০, পৃ ৪২

২৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাবলী, তুলিকলম, প্রথম তুলিকলম সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ ৫০

২৪ ঐ, পৃ ৮৫

২৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদারের লেখা ভূমিকা

২৬ কবি, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৩

২৭ শরৎ রচনাবলী, পৃ ৮৫